হাস্য রহস্য

শশিভূষণ দাস

মূল্য এক আনা

প্রস্তাবনা

দাঁত বার হ'লে হয়না হাসি দেঁতোর হাসি বলে,
ঠোঁটের কোণে দুষ্ট হাসি বদ্‌মায়েসের দলে।
সয়তানিতে মূর্ত্তিমন্ত মুখ নাচিয়ে কথা কয়,
তার হাসিতে বিষের বাঁশী লুকিয়ে যেন রয়।
শিশুর মুখে সরল হাসি, বধূর হাসি চাপা,
বিদূষকের উচ্চ হাসি আকাশ বাতাস কাঁপা।
মজলিসের হাসি ঢেউ খেলানো ছাগল ডাকার মত,
গুঁফো বাবুর গোঁফে হাসি আট্‌কে থাকে কত।
দুষ্ট বউএর মুচ্‌কে হাসি চোখ ইসারায় চলে,
ছাদ ফাটানো অট্টহাসি নব্য বাবুর দলে।
মেড়ুয়া হাসে হাহা হাহা দোক্তা ভরা গালে,
দাঁত সিঁট্‌কে উড়িয়া হেসে রাস্তায় পিক্ ঢালে।
কালো মুখে মাদ্রাজীর হাসি ধরায় যেন টিকে,
পেশোয়ারীর লাল দাড়িতে হাসি হয়ে যায় ফিকে।
চীনে ভায়ার মুখে হাসি—সোণা বাঁধানো দাঁত,
উড়ো জাহাজে জাপানী হেসে হয়েছে কুপোকাত।
পাঞ্জাবীর হাসি গোঁফ দাড়িতে আগুন লাগার মত,
বাঙ্গালীর মুখে গোলামির হাসি ঝর্‌ছে অবিরত।
হাস্য রসে প্রাণের বোঝা হাল্‌কা হয়ে যায়,
রস-রহস্যের আলাপনে লোকে আরাম পায়।

সকল রসের সেরা হাসি ফুর্ত্তি যোগায় প্রাণে,
তার চেয়ে নাই অভাগা যেজন হাস্‌তে নাহি জানে।
সকল দেশ রস-রহস্যের কথায় প্রাণবন্ত,
বাঙ্গালা দেশে হাস্যরসের কথা অফুরন্ত।
আজ বাঙ্গালী অন্নহারা কান্নায় ফাটে বুক,
আজ বাঙ্গালীর মরার মত শুকিয়ে গেছে মুখ ।
সেই শুক্‌নো মুখে ফুট্‌বে হাসি গোলাপ ফুলের মত,
হাস্য রসের সরস কথা শুন্‌লে অবিরত।
এই কেতাবে লেখা আছে কত রসের কথা,
শুন্‌লে ঘোচে দুঃখ ক্লেশ নিত্য বুকের ব্যথা।
হাস্‌তে হাস্‌তে ফিট্‌ হয়ে যায় চোখ উল্টে ছানাবড়া,
হাস্য-রসের তাজা জিলিপি ভাজা একটু কড়া।
গাঁটে গাঁটে রসে ভরা কচ মচিয়ে খাও,
পয়সা কিছু খরচ করে' হাসি কিনে নাও।

(শব্দ-সঙ্কট)

ভাল বাসা

বাড়ীওয়ালীর সঙ্গে বচসা করে' বনিতা ছুটে গিয়ে রাগভরে স্বামীকে বল্‌লো, আজই এ বাসা ছাড়্‌তে হ'বে। তুমি আফিস কামাই ক'রে ভাল বাসা খুঁজে বার কর।

ভালমানুষ স্বামী স্ত্রীর কথায় উঠে, বসে। স্বামী আফিসে যাওয়া

বন্ধ করে' ছুটলো, ভাল বাসা খুঁজে বার কর্‌তে। দুপুর রোদে টো টো করে' এ গলি সে গলি ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লো কিন্তু কোথাও মনের মত বাসা খুঁজে বার কর্‌তে পার্‌লো না।

একটা দোতলা বাড়ীর সম্মুখে গিয়ে উপরের দিকে তাকাইতেই খট্ করে' জানালা খুলে বাহিরে মুখ বার করে' এক যুবতী নারী বল্‌লো, কি খুঁজ্‌ছেন মশায়?

স্বামী বল্‌লো, এখানে কোথাও ভাল বাসা পাওয়া যায় কি না, তাই খুঁজছি।

যুবতী মৃদুহাস্য করে' বল্‌লো, পাওয়া যায়' সিড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসুন।

স্বামী উপরে উঠে গেলে যুবতী তাকে একটা সুসজ্জিত কক্ষে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বস্‌তে বল্‌লো। রোদে ঘুরে বাবুর খুব ঘাম হচ্ছিল—মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। যুবতী তাড়াতাড়ি একখানা পাখা এনে বাবুকে বাতাস কর্‌তে লেগে গেল। যুবতীর কাণ্ড দেখে স্বামীত অবাক। ব্যস্তভাবে স্বামী বল্‌লে, করেন কি আপনি? আমিত তোয়াজ খাতির নিতে আসিনি—আমি এসেছি, ভাল বাসা খুজ্‌তে।

যুবতী হাসিমুখে বাবুকে বাতাস করে' যেতে লাগ্‌লো, মুখে কোন কথাই বল্‌লো না। ভয়ে ও বিস্ময়ে বাবু আড়ষ্ট হয়ে বসে রল—মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লো, কি মুস্কিলেই পড়ে গেলাম, ভাল বাসা খুজ্‌তে এসে। ক্ষণকাল পরে অপর এক নারী একখানা থালায় লুচি তরকারী মিষ্টান্ন এনে বাবুর সম্মুখে টেবিলের উপর রেখে দিল—সুবাসিত শীতল জল কাঁচের গ্লাসে পাশে রাখ্‌লো।

স্বামী চমকিত ভাবে লাফিয়ে উঠে বল্‌লো, এ সব কি ব্যাপার! আমি এসেছি ভাল বাসা খুজ্‌তে।

যুবতী সুন্দরী হা হা শব্দে উচ্চ হাস্য করে' বল্‌লো, তাইত আপনাকে ‍[ব]লওয়া হচ্ছে। দাদাবাবু! চোখের মাথা একেবারে খেয়েছেন—চিন্‌তে [পা]রছেন না আমাকে? আমি যে আপনার ছোট শালী মৃণ্ময়ী।

তীব্র দৃষ্টিতে যুবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে স্বামী উচ্চ হাস্য করে' উঠে [ব]ল্‌লো, তাইত! তুই এখানে এলি কবে মৃণ্ময়ি? এতকাল পশ্চিমে ছিলি, [চে]না দায় হয়েছে।

যুবতী বল্‌লো, দিদি বুঝি আপনাকে আর ভালবাসেন না, তাই [আ]পনি অলি গলিতে উকি-ঝুকি দিয়ে ভাল বাসা খুজে বেড়াচ্ছেন?

হাসির রোল উঠ্‌লো। পরে স্বামী দস্তরমত জলযোগ করে' বাড়ী [ফি]রে গেল। বণিতা ছুটে এসে বল্‌লো, ভাল বাসা পেয়েছ?

স্বামী হেসে বল্‌লো, পেয়েছি।

ব্যগ্রভাবে বনিতা বল্‌লো, কোথায়?

স্বামী বল্‌লো তোমার ছোট বোনের কাছে।

বনিতা রাগভরে বল্‌লো, মরণ আর কি! আমি কি তাই খুজ্‌তে [তো]মাকে পাঠিয়েছিলাম? বাধ্য হয়ে বনিতাকে বাড়ীওয়ালার সঙ্গে [আ]পোষ মিল করতে হ'ল।

কাচ্‌তে (কাচিতে)

কৃষকের পেটের দোষ হয়েছিল, সকালে উঠে শৌচ সারতে গিয়ে [পর]নের কাপড় নোংরা করে' ফেলেছে। তার একখানা বই কাপড় নেব, [তা]ই সে কাপড় ছেড়ে রেখে গামছা পরে মাঠে কাজ করতে চলে' [গে]ল। যাবার সময় স্ত্রীকে বলে' গেল, আমি তাড়াতাড়ি মাঠে চল্‌লাম, [তু]মি আমার কাপড় কাচ্‌তে নিয়ে যেয়ো। স্বামীর হুকুম কড়া। বনিতা [তাড়া]তাড়ি হাতের কাজ সেরে কৃষকের কাপড়খানা আর একখানা ধান

কাটা কাপড় হাতে নিয়ে মাঠে গিয়ে হাজির। বনিতাকে দেখে কৃষক বিস্ময় ভরে বল্‌লো,—এ কি! তুমি মাঠে এসেছ কেন?

বনিতা বল্‌লো, এই যে তুমি বলে' এলে কাপড় কাস্তে নিয়ে যেয়ো না, কৃষক হেসে উঠে বল্‌লো, দূর্ পাগ্‌লি! কাপড় নোংরা হয়েছে, তাই পুকুর থেকে কেচে আন্‌তে বলেছিলাম।

বনিতাও হেসে ফেলে বল্‌লো, ও আমার পোড়ার দশা? কি শুন্‌তে কি বুঝেছি। বলেই বাড়ী ফিরে গেল।

জান কি?

বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে মক্কেল অপরাহ্নে উপস্থিত হয়েছে উকিল বাবু বাড়ীতে। দরজায় বাড়ীর ঝি দাঁড়িয়ে ছিল। মক্কেল তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লো, ঝি জান কি, বাবু বাড়ী ফিরে এসেছেন?

উকিল বাবু আদালত থেকে বাড়ী ফিরে এসেলেন কি না, মক্কেল তাড়াতাড়ি সেই কথা জিজ্ঞাসা করে' বৈঠকখানায় ঢুক্‌লো। উকিলের ছেলে জানকিনাথ বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়্‌তে গিয়াছিলেন। ঝি মক্কেলের কথা শুনে হর্ষভয়ে গৃহিণীকে সুসংবাদ দিতে বাড়ীর ভিতর ছুটে গিয়ে বল্‌লে ওগো গিন্নি মা! জানকিবাবু বাড়ী ফিরে এসেছেন। সংবাদ শুনে গৃহিণী হর্ষভরে একেবারে বৈঠকখানায় হাজির কিন্তু জানকিবাবুর পরিবর্তে মক্কেলকে সেখানে দেখে হাত দেড়েক ঘোম্‌টা টেনে পালিয়ে এসে ঝিকে সুসংবাদ দানের রীতিমত বখ্‌সিস্ দিতে ত্রুটী কর্‌লো না।

ক্ষেতে

ক্রিয়া উপলক্ষ্যে ভট্‌চায্যি মশায় কৃষককে তার ক্ষেতের পটল বাড়ীতে পাঠাতে পত্র লিখেছেন। কৃষক তার লেখা পড়া জানা ছেলে বল্‌লো, ভট্‌চায্যি মশায়কে পত্র লিখে দে, ক্ষেতে আজ পটল নেই। ছেলে

বানান ও ভাষা-জ্ঞান টন্‌টনে। সে ভট্‌চায্যিকে পত্র লিখ্‌লো আজ পটল খেতে (খাইতে) নাই।

পত্র পেয়ে ভট্‌চায্যি অবাক! তিনি পাজি পুঁথি খুলে ঠিক কর্‌তে পার্‌লেন না, কোন্ তিথিতে পটল খেতে নিষেধ আছে। তখন তিনি রাগে অগ্নি অবতার হয়ে কৃষকের বাড়ীতে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে তাকে চোখ রাঙ্গিয়ে বল্‌লেন, বেটা! এত পণ্ডিত হয়েছ যে আমাকে বিধান দিতে গেছ, আজ পটল খেতে নাই? কৃষক করযোড়ে বল্‌লো, যথার্থই আজ আমার বাড়ীতে পটল নেই, আপনি গিয়ে নিজের চোখে দেখুন। ভট্‌চায্যির চৈতন্য হল, তিনি বুঝতে পার্‌লেন, কৃষকের ছেলের বানান ভুলের দৌরাত্ম্যে এত পণ্ডিত হয়ে গেছে।

পড়না কেন?

বাপ শিশু পুত্রকে বল্‌লেন, খোকা! তুমি নাকি রাত্রে পড়না? খোকা বল্‌লো, দিনমানে দৌড়াদৌড়ি করি, তাই পড়ি, রাত্রে বিছানায় শুয়ে থাকি, পড়্‌বো কেন বাবা? বাপ রুষ্টভাবে বল্‌লেন, সে কথা হচ্ছে না বেটা! তোমার দাদা রাত্রে বই পড়ে, তুমি কি পড়? খোকা বল্‌লো, দাদা রাত্রে চেয়ারে বসে বই পড়ে, আমি খাটে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

টাকার বশ

কোন দাম্ভিক সম্রাট প্রচুর অর্থ ব্যয় করে' সমস্ত পৃথিবী তোলপাড় করে' দেশে ফিরে গিয়ে গর্ব্বভরে প্রধান মন্ত্রীকে বল্‌লেন, এখন বল দেখি! এ পৃথিবী-টা কার বশ?

মন্ত্রী মৃদুহাস্য করে' উত্তর দিল, আপনি ঠিকই বলেছেন, এ পৃথিবী টাকার বশ।

সমাপ্ত

মহাজাতি সাহিত্য মন্দিরের

—অন্যান্য পুস্তকাবলী—

১। ভাতের হাঁড়ি—যমের বাড়ী ২। যমরাজার বাঙলায় আগমন ৩। বাঙালী জব্দ ভাতে ৪। শ্যামের বাঁশী বা সাইরেন ৫। কনট্রোলের ডামাডোল ৬। মহাযুদ্ধের সাক্ষীগোপাল ৭। হিটলারের নরমেধ-যজ্ঞ ৮। কাপড়ে আগুন ৯। ভারত মাতার বস্ত্রহরণ ১০। নেতাজীর অমর কীর্ত্তি ১১। আজাদ হিন্দ ফৌজ ১২। নেতাজীর জন্মোৎসব ১৩। ধর্ম্মঘটে চাঁদের হাট ১৪। বিশ্বশান্তির ডুগ্‌ডুগি ১৫। জয় হিন্দ ১৬। আজাদ হিন্দ নেকড়ে বাঘ ১৭। পেট শাসন ভুঁড়ি অপারেশন ১৮। নেতাজীর পলায়ন কাহিনী ১নং ১৯। নেতাজীর পলায়ন কাহিনী ২নং ২০। গৃহযুদ্ধ ২১। বিষাদ-সিন্ধু ২২। বউ কথা কও ২৩। ঐ রে ঐ রাক্ষসী আসে ২৪। ভারত ছাড়ো ২৫। নয়া হিন্দুর অভিযান। প্রত্যেকখানির মূল্য /০ আনা। ২৬। এ্যাটম বোমার শতনাম—৵০ আনা। ২৭। জয় যাত্রা ২৮। জলখিচুড়ী ও পুঁই চচ্চড়ি, ২৯। চাবুক। ৩০। হাস্য রহস্য, ৩১। স্বাধীন ভারতের গোড়াপত্তন, উক্ত ৩১খা পুস্তক একত্রে ডাকমাশুলসহ ভিঃ পিঃতে ২।/০ আনা পড়িবে।

বাঙ্গালী মেয়ের আকাশ যুদ্ধ—(ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চকর পুস্ত খানি বাহির হইল) মূল্য দেড় টাকা ভিঃ পিঃতে মাশুল সাত সিকা।

মহাজাতি সাহিত্য মন্দির

১৬৮/১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রিন্টার—শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক "সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস ১৬৮।১সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতেমুদ্রিত ও প্রকাশি